উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এইচএসসি পাঠ্যপুস্তকে বিভ্রান্তিকর তথ্য

লেফটেন্যান্ট কর্নেল ওয়ালিউল্লাহ (অব.)

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এইচএসসি প্রোগ্রামে পৌরনীতি বইটিতে 'বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ও জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা' শীর্ষক অংশটিতে ভুলভ্রান্তি ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্যের সমাহার ঘটানো হয়েছে। যদিও সম্পূর্ণ ইউনিটটি শিক্ষার্থীদের মাঝে সামরিক বাহিনী ও জাতীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ে জ্ঞান দানের জন্য প্রণীত হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে শিক্ষার্থীরা একটি অস্বচ্ছ ধারণা পাবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা বাস্তব ও গণমুখী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো। বাস্তবানুগ এসব ব্যবস্থার ফলে যুগান্তকারী ফলাফল পাওয়া গেছে। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন সময় আমরা লক্ষ্য করি যে, পাঠ্যসূচিতে সঠিক তথ্য ও ভুলভ্রান্তি সন্নিবেশিত হয়েছে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এইচএসসি প্রোগ্রামে পৌরনীতি বইটিতে 'বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ও জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা' শীর্ষক অংশটিতে ভুলভ্রান্তি ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্যের সমাহার ঘটানো হয়েছে। যদিও সম্পূর্ণ ইউনিটটি শিক্ষার্থীদের মাঝে সামরিক বাহিনী ও জাতীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ে জ্ঞান দানের জন্য প্রণীত হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে শিক্ষার্থীরা একটি অস্বচ্ছ ধারণা পাবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

পুরো ইউনিটটিতে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ও জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ, বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী, রাষ্ট্র প্রশাসনে সামরিকীকরণ, সামরিক শাসনের সাফল্য ও ব্যর্থতা এবং সামরিক শাসন ও জনগণ বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এসব বিষয় প্রণয়নের সময় সতর্কতা অবলম্বন করলে একটি সংগঠন সম্পর্কে তথ্যবিভ্রাট এড়ানো সম্ভব হতো।

আজকের বিশ্বায়নের যুগে তথ্যযুদ্ধ, যুদ্ধজয়ের একটি বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী প্রজন্মকে এ ক্ষেত্রে ভুল তথ্য প্রদান করলে তা জাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতি সাধন করবে। পাঠ-১ এ 'বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা' অংশে বলা হয়েছে- 'এটা নিশ্চিত করে বলা যায়, বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিশাল সামরিক শক্তির মোকাবেলা করে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব।' এ ধরনের মতামত পোষণ করলে জাতি হিসেবে হীনমন্যতা এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আমাদের আস্থাহীনতা প্রকাশ পায়। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সম্মুখযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক বিষয় যুক্ত রয়েছে যা গ্রহণ করলে একটি দেশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। আমাদের ঘোষিত পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে- 'সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়'। আমাদের দেশপ্রেমিক সশস্ত্র বাহিনী গত ৪২ বছর দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী হয়ে তার দায়িত্ব পালন করে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে গত কয়েক দশকে গড়ে ওঠা সশস্ত্র বিদ্রোহীদের পরাস্ত করে দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে প্রচুর রক্ত ঝরিয়ে আত্মত্যাগের এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আমাদের প্রাণপ্রিয় সেনাবাহিনী। সমুদ্র জয় করতে যুদ্ধ করতে হয়নি, আদালতের মাধ্যমে মিয়ানমার-বাংলাদেশ সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হয়েছে। ২০১৪ সালে ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্ধারিত হয়ে যাবে। মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান অনস্বীকার্য, সব সেক্টর কমান্ডারের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ এবং সম্মুখসমরে দখলদার বাহিনীকে পরাস্ত করার ঘটনা বিস্মৃত করে দেবে আজকের এই প্রজন্মকে, যখন বলা হবে- পাঠ-১ : ভারতের মতো বিশাল সামরিক শক্তি মোকাবেলা করে টিকে থাকা অসম্ভব।

১. পাঠটিতে প্রতিরক্ষা সম্পর্কে কোনো কিছুই বলা হয়নি। পাঠ-২ এ 'বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী' অংশে বলা হয়েছে- 'বর্তমানে স্থলবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ১,০১,০০০, নৌবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ১০,০০০ এবং বিমান বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৬,৫০০।' এ সংখ্যাগুলো কীভাবে নির্ধারিত হয়েছে তা বোধগম্য নয়, সংখ্যাগুলো বিভ্রান্তি ছড়াবে যদি এর সঠিকতা যাচাই না করা হয়। তা ছাড়া এখানে 'বর্তমানে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তাও একটি বড় প্রশ্ন। কেননা আজ থেকে ৫-৭ বছর পর যখন একজন শিক্ষার্থী এ বইটি পাঠ করবে তখনো কি তা 'বর্তমান' থাকবে? এবং সেই সময়ও কি এ একই সংখ্যা থাকবে? এই পাঠে বিভিন্ন সেনানিবাস, নৌঘাঁটি, এয়ারবেস ও কিছু যুদ্ধ সরঞ্জামের উল্লেখ রয়েছে যা সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি। সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ অংশটিও অসম্পূর্ণ। এখানে আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজকেও সামরিক প্রশিক্ষণ একাডেমী বলা হয়েছে যা বিভ্রান্তিকর। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রশিক্ষণসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোর বিয়োজন ঘটেছে। এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীর জন্য প্রথম যে প্রশ্নটি করা হয়েছে তা হলো- 'বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?' বলা হয়েছে অনুচ্ছেদ ১২.২.১ দ্রষ্টব্য। অথচ ১২.২.১ অনুচ্ছেদে শুধু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠা বিষয়ে অল্প কিছু লেখা আছে, নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে উল্লেখ নেই। এখানে প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের জন্য দ্রষ্টব্য অংশের কোনো সঙ্গতি নেই। পরবর্তী পাঠগুলোয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে কিছু বক্তব্য সামগ্রিকভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে নিয়ে এবং কিছু সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই প্রধানত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীকে ইঙ্গিত করে নেতিবাচক মন্তব্য করা হয়েছে।

এ কথা সত্য, সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য '৭০ এবং '৮০-এর দশকের শুরুতে সেনা অভ্যুত্থানে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল। সে বিষয়ে উল্লেখ করে বারবার বহু আলোচিত বিষয়কে তুলে ধরে সেনাবাহিনী সম্পর্কে বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রয়াস বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এ জন্য পুরো সেনাবাহিনী তথা সশস্ত্র বাহিনীকে হেয়প্রতিপন্ন করে দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক এই বাহিনীর সব ভালো কাজকে অবমূল্যায়ন করা ও নেতিবাচকভাবে উপস্থাপনের পেছনে কোনো উদ্দেশ্য কাজ করছে কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এখানে নেতিবাচক উপস্থাপনের কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো। পাঠ-৩ এ 'রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের কারণ' অংশে বলা হয়েছে- 'সেনাসদস্যরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ, নতুন সামরিক শক্তির উদ্ভাবন বা সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমে প্রতিপক্ষ রাষ্ট্র দখলের কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও নিজেরাই নিজেদের রাষ্ট্র দখল করেছে দারুণ পারঙ্গমতায়।' আরো উল্লেখ করা হয়েছে- 'সুপ্রতিষ্ঠিত সাংগঠনিক ভিত্তির কারণে সামরিক বাহিনী উন্নয়নশীল বিশ্বে নিজেদের রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে বেশি যোগ্য মনে করে।' 'সামরিক বাহিনীর মধ্যে অভ্যন্তরীণ উপদল, করপোরেট স্বার্থ, উচ্চপদস্থ জেনারেলদের অভিলাষ, কোনো বিশেষ সেনা কর্মকর্তার মানসিক গড়ন সেনা অভ্যুত্থানের কারণ।' 'সেনাবাহিনী নিজেদের যথেষ্ট জনপ্রিয় মনে করে। তাদের ধারণা সিভিল রাজনীতিক দেশ চালাতে ব্যর্থ হলে জনগণ তাদের বিকল্প হিসেবে বেছে নেয়।' এ-জাতীয় মন্তব্য নিশ্চিতভাবে বলা যায় আমাদের সামরিক বাহিনী সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে ইতিবাচক ধারণা দেবে না। তাহলে কি সেনাবাহিনী সম্পর্কে নেতিবাচক এ একটি ধারণার উদ্রেক করে দেয়াই এই পাঠের উদ্দেশ্য? আমাদের সামরিক বাহিনী কি দেশের প্রতিরক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নে কোনো ভূমিকাই রাখেনি? পাঠ-৪ এ 'বাংলাদেশ রাজনীতিতে সামরিক বাহিনী' অংশে বলা হয়েছে- '১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি সামরিক বাহিনীর সদস্যরা অনেকে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।' এখানে প্রশ্ন হচ্ছে- মুক্তিযোদ্ধাদের কারা প্রশিক্ষণ দিয়েছিল? বাঙালি সেনা সদস্যরাই মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার গুরুদায়িত্ব পালন করেছিল।

২. এই ইউনিটের অন্য পাঠগুলোতে- 'বেসামরিক প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সামরিক কর্মকর্তারা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে।' 'সামরিক বাহিনী বেসামরিক আমলাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি মোটেও সহ্য করতে পারে না।' 'সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করার পাশাপাশি দেশকে নেতৃত্বশূন্য করার প্রক্রিয়া শুরু করে। বিকশিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধ্বংস করে ফেলে।' 'তাদের সমালোচনা করলে গণমাধ্যমের উপর তারা হস্তক্ষেপ করে।' 'বন্দুকের জোরে রাষ্ট্রশাসন দখল করে গুটিকয়েক জেনারেল সামরিক শাসন জারি করে দেশ পরিচালনা করে।' 'নতুন করে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামরিক শাসক বেসামরিক লেবাস পরে।' এ-জাতীয় অনেক বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে যা একজন শিক্ষার্থীর মনে সামরিক বাহিনী সম্পর্কে শুধু নেতিবাচক ধারণারই জন্ম দেবে না, বরং তাদের প্রতি একধরনের ক্ষোভ ও ঘৃণারও উদ্রেক করবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের পরিচিতিতে আমাদের সামরিক বাহিনীর শান্তিরক্ষা কার্যক্রম একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলেও তা সেভাবে আলোচিত হয়নি। অথচ বিভিন্ন পাঠে একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করে নেতিবাচক দিকগুলো বেশি বেশি করে তুলে ধরা হয়েছে। 'বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ও জাতীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা'-বিষয়ক এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরার আগে সশস্ত্র বাহিনীর সংশ্লিষ্ট কারো মতামত নেয়া হলে হয়তো নিশ্চয়ই এত বিভ্রাট, অসঙ্গতি ও নেতিবাচক মনোভাব থাকত না। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বলে আশা রাখি, অন্যথায় আমাদের শিক্ষার্থীরা এই পাঠ থেকে যা শিখবে তাকে আর যা-ই বলি কোনো ইতিবাচক শিক্ষা বলা যাবে না।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল ওয়ালিউল্লাহ (অব.): সাবেক সেনা কর্মকর্তা, কলামিস্ট। যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাবলিক অ্যাফেয়ার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

সমকাল

তারিখ ... 31 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ...